বণিক বার্তা

0 2 OCT 2025

২০১৫-২৪ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি

প্রবৃদ্ধিতে ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া পাকিস্তানের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বিগত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানিতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক হলেও তা এখনো ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানি বেড়েছে ৩৫ দশমিক ৮৭ শতাংশ। বিপরীতে প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও কম্বোডিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি বেড়েছে কয়েক গুণ। মার্কিন বাণিজ্য দপ্তরের (ওটিইএক্সএ) আমদানি প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে ৫৪০ কোটি ৪৪ লাখ ৯০ হাজার ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। ১০ বছর পর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩৪ কোটি ২৮ লাখ ৫০ হাজার ডলারে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৫ দশমিক ৮৭ শতাংশ। বিপরীতে একই সময়ে ভিয়েতনাম থেকে ৪১ দশমিক ৭৮ ও পাকিস্তান থেকে ৫০ দশমিক ৯৭ শতাংশ আমদানি বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে। দেশটি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানি বেড়েছে ৫৩ দশমিক ২১ শতাংশ। কম্বোডিয়া ২০১৫ সালে ২৪৮ কোটি ১২ লাখ ৮০ হাজার ডলারের পোশাক যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করলেও ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮০ কোটি ১৬ লাখ ৩০ হাজার ডলারে।

এদিকে বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারতের প্রবৃদ্ধি ২৮ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ হলেও যুক্তরাষ্ট্রে ইন্দোনেশিয়ার পোশাক রফতানি কমেছে। এ ১০ বছরে দেশটির প্রবৃদ্ধি কমেছে ১৩ দশমিক ৯০ শতাংশ। মেক্সিকো ও দক্ষিণ কোরিয়ার অবস্থাও একই; দেশ দুটির প্রবৃদ্ধি কমেছে যথাক্রমে ২৬ দশমিক ৩১ শতাংশ ও ৩০ দশমিক ৭৭ শতাংশ।

বিগত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানিতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক হলেও তা এখনো ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানি বেড়েছে ৩৫ দশমিক ৮৭ শতাংশ। বিপরীতে প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও কম্বোডিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি বেড়েছে কয়েক গুণ

এদিকে বিগত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানির পরিমাণও কমেছে। ২০১৫ সালে যেখানে আমদানির পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ৫১৫ কোটি ১২ লাখ ২০ হাজার ডলার, ২০২৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৯২৫ কোটি ৭৫ লাখ ৭০ হাজার ডলারে। অর্থাৎ এ ১০ বছরে দেশটির পোশাক আমদানি কমেছে ৬ দশমিক ৯২ শতাংশ। একই সময়ে গড়ে প্রতি ইউনিট পোশাকের (প্রতি বর্গমিটার) মূল্য বিশ্বব্যাপী কমেছে ১ দশমিক ৭১ শতাংশ হারে। তবে ইউনিটপ্রতি মূল্য সবচেয়ে বেশি কমেছে চীনের। দেশটি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানি ইউনিটপ্রতি কমেছে ৩৩ দশমিক ৮০ শতাংশ। ভারতের কমেছে ৪ দশমিক ৫৬ শতাংশ। যদিও বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের দাম বেড়েছে। এ সময়ে এ দেশ থেকে আমদানীকৃত তৈরি পোশাকের ইউনিটপ্রতি মূল্য বেড়েছে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ। ভিয়েতনামের বেড়েছে ৬ দশমিক ৬৪ ও ইন্দোনেশিয়ার ৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে কম্বোডিয়ার। দেশটির পোশাকের ইউনিটপ্রতি দাম বেড়েছে ৩৮ দশমিক ৩১ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রফতানির প্রবৃদ্ধি হলেও প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে থাকা প্রসঙ্গে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক এবং বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশের রফতানি বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি হবে পণ্যে মূল্য সংযোজন। কেবল পরিমাণ বাড়িয়ে নয়, বরং পণ্যের মান ও বৈচিত্র্য বাড়িয়ে রয়তানি আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। যদি বেশি আয় করতে হয়, তবে কম দামে বেশি পরিমাণ রফতানির পরিবর্তে উচ্চমূল্যের মূল্য সংযোজিত পণ্যে জোর দিতে হবে।' তখনই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে টেকসই প্রবৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতা ধরে রাখা সম্ভব হবে বলে দাবি করেন তিনি।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

প্রথম আলো
0 2 OCT 2025

যুক্তরাষ্ট্র থেকে কৃষিপণ্য আমদানি বাড়ছে

দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য

পাল্টা শুল্ক কমাতে গত জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ানোর উদ্যোগ নেন ব্যবসায়ীরা। এসব পণ্য এখন আসতে শুরু করেছে বন্দরে।

- যুক্তরাষ্ট্র থেকে সয়াবিনবীজ আমদানি শুরু, এ মাস থেকে নিয়মিত জাহাজ আসবে।
- তিনটি গ্রুপ ১৯ হাজার টন তুলা আমদানির চুক্তি করেছে।
- নীতি সহায়তা পেলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বেড়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উঠবে।

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক কমিয়ে আনতে গত জুলাই মাসে দেশটি থেকে আমদানি বাড়ানোর অঙ্গীকার করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। প্রায় দুই মাসের মাথায় ব্যবসায়ীদের অঙ্গীকারের আমদানি পণ্য চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে সয়াবিনবীজের একটি জাহাজ এসে পৌঁছেছে। 'এমভি ইয়াংসি ইমপ্রেশন' নামের জাহাজটি থেকে এখন চট্টগ্রাম বন্দরে সয়াবিনবীজ খালাস হচ্ছে। আগামী মাসে বন্দরে পৌঁছাবে আরও দুটি জাহাজ। অর্থাৎ এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য নিয়ে জাহাজ বন্দরে ভিড়বে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

গত ৩১ জুলাই বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের ওপর পাল্টা শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। হোয়াইট হাউসের এ ঘোষণার আগে সরকারের প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা করে। পাশাপাশি সফররত বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারাও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যঘাটতি কমিয়ে আনতে নানামুখী পদক্ষেপ নেন। তাঁরা দেশটি থেকে পণ্য আমদানির জন্য সমঝোতা চুক্তি ও অঙ্গীকার করেছেন।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাণিজ্যঘাটতি কমলে পাল্টা শুল্ক সামনে আরও কমতে পারে। আর প্রতিযোগিতামূলক দাম পাওয়া গেলে আমদানি আরও বাড়তে পারে।

আসছে সয়াবিনবীজ

দেশের শীর্ষস্থানীয় বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, জুলাই মাসের শেষে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় চার লাখ টন সয়াবিনবীজ আমদানির তাৎক্ষণিক সমঝোতা হয়। মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের (এমজিআই) চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল ১৩ কোটি মার্কিন ডলারের তিন লাখ টন সয়াবিনবীজ আমদানির সমঝোতা করেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পর আরও দুই লাখ টন সয়াবিনবীজ আমদানির ঋণপত্র খুলেছে এমজিআই। সব মিলিয়ে গ্রুপটি পাঁচ লাখ টন সয়াবিনবীজ আমদানি করছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সয়াবিন তেল ও প্রাণিখাদ্য তৈরির কাঁচামাল হলো সয়াবিনবীজ।

শিল্প গ্রুপটি জানিয়েছে, বর্তমানে গ্রুপটির যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা একটি জাহাজ থেকে ৫৭ হাজার টন সয়াবিনবীজ খালাস হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরে। এই সয়াবিনবীজ আমদানিতে ব্যয় হচ্ছে ২ কোটি ৪০ লাখ ডলার। আগামী মাসের শেষ সপ্তাহে ১ লাখ ১০ হাজার টনের আরও দুটি জাহাজ বন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। সব মিলিয়ে ১০টি জাহাজে এসব পণ্য আসবে।

জানতে চাইলে এমজিআইর চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল গত শনিবার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঁচ লাখ টন সয়াবিনবীজ আমদানি করছি আমরা। এ ছাড়া ভুট্টা, এলপিজি, গম আমদানি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমরা। বাণিজ্যঘাটতি হ্রাস করার জন্যই যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিতে জোর দিচ্ছি।'

মেঘনা গ্রুপ ছাড়াও ডেল্টা অ্যাগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রায় ১০ কোটি ডলারের সয়াবিনবীজ আমদানির সমঝোতা করেছিল। গ্রুপটির সয়াবিনবীজ নিয়ে একটি জাহাজ আগামী মাসে বন্দরে পৌঁছাবে বলে জানিয়েছেন গ্রুপটির শীর্ষ কর্মকর্তারা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, সয়াবিনবীজ আমদানি হয় মূলত ব্রাজিল ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে। গত অর্থবছরে সব মিলিয়ে ৭৮ কোটি ডলারের ১৭ লাখ ৩৫ হাজার টন সয়াবিন আমদানি হয়েছিল। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি হয়েছিল ৩৫ কোটি ডলারের সয়াবিনবীজ। এবার যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্যটি আমদানি আরও বাড়তে পারে বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।

তুলাও আসবে

গত জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলারের ১৯ হাজার টন তুলা আমদানির সমঝোতার চুক্তি করে বাংলাদেশের বস্ত্র খাতের তিনটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে সালমা গ্রুপ যুক্তরাষ্ট্রের কার্গিল ইনকরপোরেটের কাছ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ ডলারে ৬ হাজার টন তুলা আমদানির চুক্তি করে। এশিয়া কম্পোজিট একই রকম আরেকটি চুক্তি করে। এ ছাড়া মোশাররফ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস মার্কিন লুইস ড্রেফুস গ্রুপ থেকে ১ কোটি ৪০ লাখ ডলারের ৭ হাজার টন তুলা আমদানির চুক্তি করেছিল। এর মধ্যে মোশাররফ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস এক হাজার টন তুলা আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলেছে।

যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে বিটিএমএর নেতারা দেশটি থেকে বছরে এক বিলিয়ন ডলারের তুলা আমদানির অঙ্গীকার করেছিলেন। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ব্যবহার করে রপ্তানি করলে যাতে রপ্তানিতে সুবিধা পাওয়া যায়, সেই দাবিও জানিয়েছিলেন তাঁরা। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের তুলার দাম অন্য দেশের তুলনায় কিছুটা বেশি হওয়ায় সরকারের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা চান এ খাতের ব্যবসায়ীরা।

এনবিআরের হিসাবে, গত অর্থবছরে ৩৪৪ কোটি ডলারের কাঁচা তুলা আমদানি হয়েছে দেশে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি হয়েছিল সাড়ে ২৩ কোটি ডলারের তুলা।

ঘাটতি কমার আশা

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের আমদানি কম, রপ্তানি বেশি। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যঘাটতি কমলে এই হার সামনে আরও কমানোর সুযোগ আছে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।

এলপিজি অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলওএবি) সভাপতি আমিরুল হক বলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়াতে দরকার সরকারের নীতি সহায়তা। খাতভিত্তিক নীতি সহায়তা পাওয়া গেলে দেশটি থেকে আমদানি পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব।

সমকাল

0 2 OCT 2025

যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে পিছিয়েছে চীন, এগোচ্ছে বাংলাদেশ

আবু হেনা মুহিব

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ক্রমে অবস্থান হারাচ্ছে প্রধান রপ্তানিকারক দেশ চীন। দেশটির হারানো অবস্থানে হিস্যা বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ। মোট রপ্তানি আয়, রপ্তানির পরিমাণ ও পণ্যমূল্য– সব বিবেচনায় চীনের অবস্থান দুর্বল হচ্ছে। বিপরীতে শক্তিশালী হয়েছে বাংলাদেশ। অবশ্য অর্থমূল্যের পরিমাণে চীনের রপ্তানি এখনও বাংলাদেশের দ্বিগুণেরও বেশি।

মার্কিন পাল্টা শুল্ক কাঠামোতে চীন এবং অন্য রপ্তানিকারক প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ফলে আগামীতে চীনা হিস্যা বেশ ভালোভাবেই বাংলাদেশ বুঝে নেবে বলে আশা করছেন রপ্তানিকারক উদ্যোক্তারা। মার্কিন নতুন শুল্ক কাঠামোয় চীনা পণ্যের শুল্ক ১৪৫ শতাংশের মতো। অবশ্য প্রকৃত শুল্ক কত, তা এখনও কোনো পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়নি। বাংলাদেশের পণ্য পাল্টা শুল্ক ২০ শতাংশ। আবার মার্কিন কাঁচামালে উৎপাদিত পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধার মতো বড় শুল্কছাড়ও পাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্র। মোট পোশাক রপ্তানি আয়ের ১৮ থেকে ২০ শতাংশ আসে দেশটি থেকে।

যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) ২০১৫ সাল থেকে গত বছর পর্যন্ত এক দশকের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি মূল্যের বিবেচনায় চীনা তৈরি পোশাকের রপ্তানি কমেছে ৪৬ শতাংশ। এ সময় বাংলাদেশের রপ্তানি বেড়েছে ৩৬ শতাংশ। ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চীনের রপ্তানির পরিমাণ ছিল তিন হাজার ৫৪ কোটি ডলার। গত বছর তা নেমে আসে এক হাজার ৬৫১ কোটি ডলারে। অন্যদিকে ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৪০ কোটি ডলার, যা গত বছর ৭৩৪ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে।

তৈরি পোশাক

- গত এক দশকে চীনের রপ্তানি আয় কমেছে ৪৬%, বাংলাদেশের বেড়েছে ৩৬%
- রপ্তানির পরিমাণ চীনের কমেছে ১৮%, বাংলাদেশের বেড়েছে সাড়ে ৭%
- চীনা পোশাকে ইউনিটপ্রতি দর কমেছে ৩৪%, বাংলাদেশের বেড়েছে সাড়ে ৭%

জানতে চাইলে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক এবং ডেনিম এক্সপার্টের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল গতকাল সমকালকে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে চীন ক্রমে দুর্বল হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যখন ২০১৭ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় আসেন, সে সময় থেকেই চীন-যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক লড়াই শুরু হয়। তখন থেকেই চীনা পোশাকের রপ্তানি কমতে থাকে। আগামীতে আরও কমবে। সেখানে বাংলাদেশ আরও ভালো করবে। তবে আমাদের মূল্য সংযোজিত পণ্যে মনোযোগ বাড়াতে হবে। এখন ভলিউমে বেশি রপ্তানি করেও কম মূল্য পাই আমরা। ভিয়েতনাম কিংবা অন্যান্য দেশ কম রপ্তানি করেও বেশি মূল্য পায়। এখন ভলিউমে যে পরিমাণ রপ্তানি করি, তাতে যদি মূল্য সংযোজন করা যেত, তাহলে একই পরিমাণ রপ্তানি থেকে বড় অঙ্কের রপ্তানি আয় সম্ভব হতো।'

অন্যদিকে পরিমাণে গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে চীনা পোশাকের রপ্তানি কমেছে ১৮ শতাংশেরও বেশি, যেখানে বাংলাদেশের বেড়েছে সাড়ে ৭ শতাংশের মতো। ২০১৫ সালে চীনা পোশাক রপ্তানি হয়েছিল এক হাজার ১৩৮ মিটার। গত বছর তা ৯২৯ মিটারে নেমে আসে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল ১৮৭ মিটার, যা গত বছর ২৩৭ মিটারে উন্নীত হয়।

একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনা পণ্যপ্রতি দর বা ইউনিট প্রাইসও কমেছে ৩৪ শতাংশ। অন্যদিকে বাংলাদেশের বেড়েছে সাড়ে ৭ শতাংশের মতো। উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, দশকের শুরুতে ২০১৫ সালে চীনা পণ্যের গড় ইউনিট প্রাইস ছিল দুই ডলার ৬৮ সেন্ট। ২০২৪ সালে তা কমে এক ডলার ৭৮ সেন্টে নেমে আসে। যেখানে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের পোশাকের ইউনিটপ্রতি গড় দর ছিল দুই ডলার ৮৯ সেন্ট। তা থেকে বেড়ে গত বছর তিন ডলার ১০ সেন্টে উন্নীত হয়।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।